দামুড়হুদার ডুগডুগী পশুহাট পরিদর্শনে উপজেলা চেয়ারম্যান বাবু

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগী পশুহাটের সার্বিক উন্নয়ন কল্পে পরিদর্শন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। আজ রোববার বেলা ১২ টার দিকে সরজমিনে তারা ডুগডুগী পশুহাট পরিদর্শন করেন।

দামুড়হুদা উপজেলার একমাত্র সনামধন্য পশুহাট হিসেবে ডুগডুগী পশুহাট সারা দেশ ব্যাপী পরিচিত ও সমাদৃত। এই হাটে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বড় বড় গরুর ব্যাপারীরা এসে ট্রাক ভর্তি করে গরু কিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠায়। হাটের সার্বিক উন্নয়ন খুবই জরুরী, এরই ধারাবাহিকতায় উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনও ডুগডুগী পশুহাট পরিদর্শন করেন।

এসময় দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু বলেন, হাটের সার্বিক উন্নয়ন করা হবে। হাটে কানেকটিং রোড করা হবে, পাসঘর ও অফিসের কানেকটিং রোড করা হবে। প্রধান সড়কের পাশে জিআই পাইপ দ্বারা ফ্রিসিং করা হবে। হাটের মধ্যে দোয়ার ধারের সাইড দিয়ে গাইড ওয়াল তৈরি করা হবে। বাইরে থেকে আগত গরুর ব্যাপারী ও হাটে আসা সকলের জন্য টয়লেট ওয়াশরুম ও গোসলখানা নির্মাণ করা হবে। হাটের মধ্যে সোলার লাইটিং স্থাপন করা হবে, ২ টা পাশ ঘর নির্মাণ করা হবে। হাটের মধ্যে দোয়ার ধারে সিরি ঘাট সংস্কার করা হবে। প্রধান সড়ক থেকে সিরি ঘাট পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হবে। হাটের বিভিন্ন স্থানে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। বাইরে থেকে হাটে এসে কেউ যেনো হয়রানির শিকার না হয় এবং হাটের দিন যাতে যানজটের সমস্যা না হয় সে লক্ষ্যে সব ধরনের ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, মননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের উন্নয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তারই ধারাবাহিকতায় উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে ডুগডুগী পশুহাটের সার্বিক কাজের উন্নয়ন করা হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রসিদ,

কার্য-সহকারী সেলিম হোসেন, রোকন শিকদার, উপজেলা প্রশাসনের সিএ ফয়জুল ইসলাম, ডুগডুগী পশুহাট মালিক সোহরাব হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্র লীগের যুগ্ম আহবায়ক রাসেল আহাম্মেদ প্রমূখ।

কুষ্টিয়া মৌবনের ইজিবাইকচালকের বিরল সততা! ফিরিয়ে দিলেন ব্যবসায়ীর টাকা

হাজার টাকার নোটের বান্ডিল পেয়েও তা ফেরত দিলেন কুষ্টিয়ার মৌবনের ইজিবাইক চালক বিপ্লব হোসেন। ওই বান্ডিলে ছিল প্রায়ই ৫০ হাজার টাকা। টাকা ফেরত পেয়ে খুশিতে আত্মহারা টাকার মালিক মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম।

তবে ঘর্মাক্ত আর পরিশ্রান্ত মুখে এক চিমটি হাসি দিয়ে তা বিনয়ের সাথে ফেরত দিয়ে ইজিবাইকচালক বিপ্লব বলেন, টাকাটা যেহেতু রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে পেরেছি এটাই বড় কথা!’
ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মিরপুর উপজেলার গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা ও পৌর বাজারের ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলামের ব্যবসার টাকা শনিবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে তার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে পড়ে যায়। সেটি কুড়িয়ে পান মৌবনের ইজিবাইক চালক বিপ্লব।

টাকা পাওয়ার পর তিনি তাৎক্ষনিক মৌবনের অফিসে টাকার বান্ডিল জমা দেন। অফিস কতৃপক্ষ তাদের সিসি ক্যামেরা টেনে বিষয়টি নিশ্চিত হন টাকাগুলো পৌর বাজারের ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলামের। পরে মৌবন কতৃপক্ষ জানতে পেরে হারিয়ে যাওয়া ওই টাকা প্রকৃত মালিককে বুঝিয়ে দেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম বলেন, টাকাগুলো নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন, মৌবনের সামনে নেমে রাস্তা পার হতে গিয়ে টাকাগুলো পড়ে যায়। তিনি বলেন, আমি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। অনেক

কষ্টের টাকা। টাকাগুলো হারিয়ে গেলে আমি ভীষণ চিন্তায় পড়ে যায়। মৌবনের ইজিবাইক চালকের সততার কারণে হারিয়ে যাওয়া এতগুলো টাকা ফেরত পেয়েছেন জানিয়ে ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম বলেন, এই সমাজে এখনো সৎ মানুষ আছে বলেই টাকাগুলো আমি ফেরত পেয়েছি। পাওয়ার পর বখশিশ দিতে গেলেও ইজিবাইক চালক তা নেয়নি। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান তিনি।

টাকাগুলো পেয়েও বিনয়ের সাথে ফেরত দিয়ে ইজিবাইকচালক বিপ্লব হোসেন বলেন, টাকাগুলো যেহেতু রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া তাই টাকাগুলো মালিকের হাতে ফেরত দিতে পেরেছি এটাই প্রাপ্তি।

মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আঞ্জুম জনী বলেন, হারিয়ে যাওয়া টাকাগুলো পাওয়ার পর যাচাই বাছাই করে প্রকৃত মালিককে টাকা ফেরত দেয়া হয়। আমাদের মৌবন পরিবারের একজন সদস্য ইজিবাইক চালকের এমন সততায় আমরা মুগ্ধ।

তিনি আরও বলেন, সততা যদি মুল্যায়িত না তাহলে সৎ মানুষের দেখা একসময় জাদুঘরেই মিলবে।

এদিকে মৌবন পরিবারের একজন সদস্য ইজিবাইক চালক বিপ্লবের এমন সততায় মুগ্ধ হয়ে তাকে উপহার এবং নগদ টাকা তুলে দেন মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আঞ্জুম জনী।

নোটিশ প্রদানকারী দেবাশিষের বাড়ি ও অফিসে পুলিশের তল্লাশি

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও ঠিকাদার শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের দেওয়া ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার চেক ডিজঅনার হওয়াতে ভুক্তভগী যৌথ ব্যবসায়ী দেবাশীষ কুমার বাগচী উকিল নোটিশ পাঠান। পরবর্তীতে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল অতিরিক্ত জেলা ম্যজিস্ট্রেট আদালতে একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন (মামলা নং ৪৯২/২৩ তারিখ ৩০-০৮-২০২৩)। আদালতের সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে পুলিশ দেবাশীষ কুমার বাগচীর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালায়।

হোসেন মৃদুল দেবাশীষ কুমার বাগচীকে যে চেকটি প্রদান করেন সেই চেকের নম্বর উল্লেখ করেই চেক প্রদানের তারিখেই (২৪ জুলাই ২০২৩) চেক হারিয়েছে মর্মে থানায় একটি জিডি করেন এবং উল্লেখিত ব্যাংককে অবগত করেন।

পরবর্তীতে দেবাশীষ কুমার বাগচীকে রূপালী ব্যাংক লিঃ, মেহেরপুর কর্পোরেট শাখা গত ১লা আগস্ট ২০২৩ তারিখে চেক রিটার্ন মেমো বা চেক ডিজনার সার্টিফিকেট দেয়।

অতঃপর বিষয়টি দেবাশীষ কুমার বাগচী শহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে জানানোর পর তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেও টাকা পরিশোধের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এতে দেবাশীষ কুমার বাগচীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল তাকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যাংক হিসাবটি বন্ধ জানা সত্ত্বেও বন্ধ একাউন্টের চেক প্রদান করেন। দেবাশীষ মনে করেন চেক প্রদানের পরপরই থানায় মিথ্যা জিডি করে দেবাশীষের পাওনা টাকা আত্মসাৎ করার পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়েছেন । অতঃপর গত ৩০ আগস্ট ২০২৩ দেবাশীষ কুমার বাগচী নেগশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এক্ট ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারার বিধান মোতাবেক শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে টাকা পরিশোধ করতে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে একটি উকিল নোটিশ প্রেরণ করেন।একই দিনে (৩০ আগস্ট ২০২৩) শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ম্যজিস্ট্রেট আদালতে চেক হারিয়ে যাওয়ার জিডির সুত্র ধরে একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৪৯২/২৩, তারিখ ৩০-০৮-২০২৩। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে চেকটি উদ্ধার করতে সার্চ ওয়ারেন্ট ইশ্যু করলে,মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের এস আই মোমিনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল গতকাল শুক্রবার দুপুরে দেবাশীষ কুমার বাগচীর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালায়।

দেবাশীষ কুমার বাগচীর স্ত্রী ও একাধিক সাক্ষির উপস্থিতিতে পুলিশের ঘন্টাব্যাপী সময়ের এই তল্লাশি অভিজানে উল্লেখিত চেকটি পাওয়া যায়নি। তবে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা কালে দেবাশীষ কুমার বাগচীর সত্ত্বাধিকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেসার্স মেহেরপুর ট্রেডিং এর প্যাডে দেবাশীষের নিজ হাতে লিখিত ৩০ জুলাই স্বাক্ষরিত ও সীলমোহর যুক্ত একটি চিরকুট দেবাশীষের বেড রুমের আলমারিতে সাঁটানো অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে লেখা আছে, ‘আমার মৃত্যুর জন্য মৃদুল ভাই দায়ী। আমার ১,৮০,০০০০০ (এক কোটি আশি লক্ষ টাকা) দিলো না। আমার চেক অগ্রনী ব্যাংকে আমার একাউন্টে জমা আছে।‘

এই ব্যপারে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সাথে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

এডভোকেট খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েল দেবাশীষ কুমার বাগচীর উকিল নোটিশ প্রদানের সত্যতা মেহেরপুর প্রতিদিনকে নিশ্চিত করেছেন।

চিনিকলকে বাঁচাতে বেশি বেশি আখ চাষ করুন — ড. জেবুন নাহার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী চিনিকল খামারে ২০২৩-২৪ আখ রোপন মৌসুমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টায় দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর গ্রামের আখ চাষী গোলাম সরওয়ার লিপুর ১ একর জমিতে ও রঘুনাথপুর গ্রামের চাষী শরিফুলের ৫০ শতক জমিতে আখ রোপন করে মৌসুমের উদ্বোধন করেন বাংলাদশ চিনি খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের প্রধান টেকনিক্যাল সার্ভিস (টিএস) ড. জেবুন নাহার ফেরদৌস।

এ সময় তিনি বলেন কতৃপক্ষের সুদক্ষ নির্দেশনায় কার্যক্রম চলছে তবে আখের ফলন বাড়াতে হলে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। আখের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহার করে ফলন বাড়াতে হবে। আখের ফলন বাড়ালে লাভবান হবে চাষী। বেশি বেশি করে আখ লাগান চিনি শিল্পকে বাচিয়ে রাখুন। আমরা বর্তমানে যে আখের মূল্য দিয়েছি সে মূল্যয়নকে মৃল্য দিয়ে মিলটিকে টিকিয়ে রাখুন।

এ উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সুযোগ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুঁইয়া, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কৃষি) মাহবুবুর রহমান, কেরুজ বানিজ্যিক খামারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুমন কুমার শাহা, সাব- জোন প্রধান আবু তালহা, ফুরশেদপুর খামারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক, আখচাষী কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান সাধারন সম্পাদক আঃ বারী,প্রমুখ।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন বলেন, চিনি কারখানার লোকসান কমাতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এবার আখ রোপন মৌসুমে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন থেকে লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ৭ হাজার একর জমিতে আখ রোপন করতে হবে। এর মধ্যে কেরুর নিজস্ব জমিতে ১ হাজার ৬৪০ একর ও কৃষকদের ৫ হাজার ৩৬০ একর জমিতে আখ রোপন করা হবে।

লক্ষমাত্রা অর্জন হলে ২০২৪-২৫ মাড়াই মৌসুমে চিনিকলে ১ লাখ মেট্রিকটন আখ মাড়াই কর ৬ হাজার ২০০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন সম্ভব হবে। ২০২২-২৩ আখ রোপন মৌসুমে লক্ষমাত্রা অর্জিত না হলও ৩ হাজার ৮০২ একর জমিতে আখ রোপন করা হয়েছিল। কেরুর নিজস্ব ১ হাজার ১৫৩ একর ও আখ চাষীদের ২ হাজার ৬৪৯ একর মোট ৩ হাজার ৮০২ একর জমিতে উৎপাদিত আখের ফলন ভাল হলে উৎপাদন হতে পারে ৬৫ হাজার মেট্রিকটন চিনি।

মেহেরপুরে ফার্স্ট চয়েজ ফ্যাশন হাউজের উদ্ধোধন

আধুনিক পোশাক এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে মেহেরপুরে ‘ফার্স্ট চয়েজ ফ্যাশন হাউজ’ নামের একটি দোকানের উদ্ধোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার(৩০ আগষ্ট) মেহেরপুর পৌর এলাকার কাঁশারীপাড়ায় এই ফার্স্ট চয়েজ ফ্যাশন হাউজের উদ্ধোধন করা হয়।

ফার্স্ট চয়েজ ফ্যাশন হাউজের স্বত্বাধিকারী মিলন চৌধুরীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান।

স্বর্ণালী ফুল ঘরের স্বত্বাধিকারী রাশেদ খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হোটেল বাজার

ব্যবসায়ী সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি শেখ মমিন, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল সিমন, দপ্তর সম্পাদক আবু হোসাইন কাঁকন প্রমুখ।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযান, ডাবসহ ৪ দোকানে জরিমানা আদায়

মেহেরপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে একটি ডাবের দোকানসহ ৪ দোকানে ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

আজ মঙ্গলবার (২৯ আগস্ট) বেলা দেড়টার দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ মেহেরপুর পশুহাট ও বড়বাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, বড় বাজার এলাকায় ডাব বিক্রেতা সোহেল আহম্মেদ ডাবের ভাউচার সংরক্ষন না করা ও মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া পশু হাটপাড়া এলাকায় মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রাখা ও মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে মেসার্স রানা স্টোরকে ২ হাজার, একই অপরাধে ও একই আইনে মেসার্স আসিফ স্টোরকে ২ হাজার ও মুল্য তালিকা প্রদর্শনা না করার অপরাধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৮ ধারায় মেসার্স শুভ স্টোরকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
এসময় বড় বাজার, হোটেল বাজার এলাকায় বিভিন্ন দোকানে শতর্ক করা হয়েছে।

এসময় জেলা মার্কেটিং অফিসার আব্দুর রাজ্জাক ও সদর উপজেলা স্যানেটারি অফিসার তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের পাট চাষিদের মাথায় হাত উৎপাদন খরচের অর্ধেক দাম হচ্ছে না

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে পাটের ভালো ফলন হলেও দাম নিয়ে হতাশ চাষিরা। পাট জাগ ও দাম নিয়ে চিন্তো ভাঁজ দেখা দিয়েছে কৃষকের কপালে। এ ছাড়া শ্রমিক ও পানির অভাবে জাগ দিতে না পারায় অনেক কৃষকের পাট এখনও ক্ষেতেই রয়ে গেছে। পাট বিক্রির টাকা দিয়ে মাঠ থেকে পরিবহন করচ,জাগ দিতে পানির ভাড়াএবং আশ ছাড়ানোর যে খরচ হচ্ছে তার অর্ধেক টাকা হচ্ছে পাট বিক্রি করে। খরচের বাকি অর্ধেক টাকা গুনতে হচ্ছে পকেট থেকে। অন্যান্য বছরে পাটের দাম যায় হোক ক্রেতা ছিল অনেক। কিন্তু এবছর পাটের তেমন ক্রেতা না থাকায় পাইকারি ব্যাপারীরা তাতের ইচ্ছে মোতাবেক দাম বল্লে কৃষকদের সেই দামেই পাট বিক্রি করতে হচ্ছে।

বেশ কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এক মণ পাট ঘরে তুলতে প্রায় ২ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমান বাজারে ১ হাজার ৩০০ টাকা দরে পাট বিক্রি হচ্ছে। শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ করতে লোকসানেই পাট বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা।

জেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানাগেছে, এ অঞ্চলের কৃষকের অর্থকারি ফসল সবজির পাশাপাশি প্রধান ফসল পাট। গত দুই বছরে কাংখিত দাম পেয়ে এবার অধিক জমিতে পাট চাষ করেছেন কৃষকরা। চলতি মৌসুমে মেহেরপুর জেলায় প্রায় ২২ হাজার ৭৩৪ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করা হয়েছে। জেলায় এবছর পাট চাষের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছিল ২১ হাজার হেক্টর।
প্রতি বিঘায় ফলন হয়েছে ১২ থেকে ১৪ মণ পর্যন্ত । মেহেরপুরে এবছর তেমন বৃষ্টিপাত না হওয়ায় আশপাশের কৃষকরা পাট কেটে জাগ দিতে পারেনি । পলে তারার স্যালোমেশিন দিয়েই পানি সরবরাহ করে পাট জাগ দিচ্ছেন। অনেকেই এখনও পাট কেটে ক্ষেতেই রেখে দিয়েছেন।

সাধারণত পাটের মৌসুম শেষ হলে কৃষকরা জমিতে ধান আবাদ করে থাকেন। কিন্তু জাগ দেওয়ার সমস্যা, শ্রমিক সংকট ও বাজারে প্রত্যাশিত দাম না থাকায় অনেকে পাট বিক্রি করতে পারছেন না। ফলে বীজতলা প্রস্তত থাকলেও চাষিদের অনেকে এখনও ধান রোপণ করতে পারেননি। এতে কৃষকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

কাথুলী ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামের কৃষক রজিবুল ইসলাম বলেন, গত দুই বছরে পাটের দাম ভালো থাকায় এ বছর এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে তিনি চার বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছেন। বীজ রোপণ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রতিমণ পাট ঘরে তুলতে প্রায় ২৪-২৫শ টাকা খরচ হয়েছে। সে পাট এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে মণপ্রতি ১৫০০ টাকা থেকে ১৬০০ টাকায় । কাচা পাট বিক্রি হচেছ প্রতিবেল ৩৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা দরে। তবুও কেতা নেই। লোকসান দিয়েই পাট বিক্রি করতে হচ্ছে কৃষকদের।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রামের ইমান আলি জানান, দাম কম থাকায় এ বছর ক্ষেত থেকে পাট কাটতে ইচ্ছে করছে না তাঁর। তিনি জানান, একজন শ্রমিককে রোজ ৫০০-৬০০ টাকা দিয়ে পাট কাটতে হচ্ছে। খেতের আশপাশে পানি না থাকায় দূরে নিয়ে জাগ দিতে হচ্ছে। এতে পরিবহন ব্যয় বাবদ আঁটি প্রতি ৫-৬ টাকা খরচ হচ্ছে। অনেকে পুকুর ভাড়া করে পাট জাগ দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে এ বছর পাট চাষে কৃষকরা পড়েছেন লোকসানের মুখে। একি বঘা জমির পাট এখন মাঠে পড়ে আছে তা জাগ দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই শুকিয়ে গেলে জ্বালানির জন্য নিয়ে আসবো।

ভাটপাড়া গ্রামের কৃষক আক্কাস আলী বলেন, কয়েক বছরের তুলনায় এ বছরই পাটের দাম অর্ধেকেরও কম। পানি না থাকায় পাট জাগ দেওয়া অনেক কষ্টের ব্যাপার। এসব কষ্ট সুখে পরিণত হতো, যদি পাটের ভালো দাম পাওয়া যেত। এখন তো পাট গলার ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। পাটের দাম বৃদ্ধি করা না হলে অনেক কৃষককে পথে বসতে হবে। জীবনে আর পাটের আবাদ করবেননা বলেও জানান তিনি।

কৃষক হাবিবুর রহমান বলেন, এক বিঘা জমি বর্গা নিয়ে পাটের আবাদ করেছিলাম। এ আবাদে আমাকে ১০ হাজার টাকা এনজিও ঋণ নিতে হয়েছে। পাট কিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করবো বলে মনে আশা ছিল। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করাতো দুরের কথা পকেট থেকে শ্রমিকদের খারচ দিতে হয়েছে। পাটের আবাদ আর কেনদিন করবেনা বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তিনি।

গাড়াবাড়িয়া গ্রামের পাইকারি পাট ব্যবসায়ী রিয়াজুল ইসলাম বলেন,গত

বছরের পাট বিক্রি করতে না পেেও গোডাউনে ভর্তি করা আছে। যে দামে পাট ক্রয় করেছি বিক্রি করতে গেলে তার অর্ধেক দাম পাচ্ছি সে কারনে পাট কেনা বেচা বন্ধ।

পাইকার ইউসুব আলী জানান,পাট কিনে দাম পাচ্ছিনা। কৃষকরা যে দামেই হোক বিক্রি করতে পারছে কিন্তু আমাদের কিনে লোকসান হচ্ছে। যে কারনে এবছর পাট কিনতে হচ্ছে গত বছরের তুলনায় অর্ধেক দামে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শংকর ককমার মজুমদার বলেন, অন্যান্য বার দাম ভালো হওয়ায় এ বছর সে আশায় কৃষকরা পাট চাষ করেছেন। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েছে। পানির অভাবে কৃষকদের পাট জাগ দিতে সমস্যা হচ্ছে। তবে কয়েক দিন ভারী বৃষ্টি হলে এ সমস্যা থাকবে না। বর্তমানে পাটের দাম নেই। কৃষকরাও হতাশ। তবে পাটের দাম কিছু দিনের মধ্যে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

আলমডাঙ্গার হারদী বাজার বণিক সমিতির নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন

অনিয়মের অভিযোগ তুলে আলমডাঙ্গার হারদী বাজার বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবীতে পরাজিত প্রার্থী ফজলে রাব্বি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল সোমবার বিকেলে হারদী বাজারে এ সংবাদ সম্মেলনে তিনি পূনরায় নির্বাচনের দাবী জানান।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে ফজলে রাব্বি জানান,গত ২৬ আগস্ট হারদী বাজার বণিক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। যাদের বাজারে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নাই,তাদেরও নির্বাচনে ভোটার করা হয়েছে। আবার প্রতিষ্ঠান আছে কোন ট্রেডলাইসেন্স নেই তারাও নির্বাচনে ভোটার হয়েছে। একটি চক্র দুর্নীতির মাধ্যমে এসব ভোটার তৈরী করেছে। এছাড়াও বাজার পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে চাঁদা আদায়ের রশীদ দেওয়া হয়, সেই রশীদ দেখিয়ে ভোটার ভোট দেবার কথা

থাকলেও রশীদ না দেখিয়ে ভূয়া ভোটাররা ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত করেছে। সংবাদ সম্মেলনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে মোট ভোটার ১৮৬ জন, এসব ভোটারদের মধ্যে ৭৪ জনের ট্রেডলাইসেন্স আছে।ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ভোটার হওয়া আইন সম্মত নয়। তবুও তাদের ভোটার দেখিয়ে একটি পক্ষকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

নির্বাচনে আগে এসব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দেওয়া হয়নি কেনো? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ফজলে রাব্বি বলেন,অভিযোগ দেওয়ার পর বলেছে বিষয়টি দেখা হবে, দেখছি, এভাবে নির্বাচনের তিন দিন আগে বলেছে ওরাও ভোটার ভোট দিবে। যেহেতু নির্বাচন কমিশন দ্বায়িত্বে ছিলেন নূর আলম মিঠু, সে সঠিকভাবে দ্বায়িত্ব পালন করেছে,আরও ছিলেন শেখ শাহানুর রহমান টিপু। তিনি ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত ছিলেন,তাকে বাদ দিয়ে মূল

মাস্টার মাইন্ড যে ভোট পাশ করেছে তার ভাই মতি বিশ্বাস ও রঞ্জু। একজন প্রার্থীর ভাই মতি বিশ্বাস সে মূল মাস্টার মাইন্ড হিসেবে কাজ করেছে।

তিনি সংবাদ সম্মেলেনর মাধ্যমে এই নির্বাচন বাতিল করে পূনরায় নির্বাচনের দাবী জানিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি কামনা করেন।

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ১১ দিন পর দোকান কর্মচারীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

নিখোঁজের ১১ দিন পর আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ার মুদি দোকান কর্মচারী গোলাম মোস্তফা (২২)’র অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার হয়েছে। পাশ্ববর্তী বাঁশবাড়িয়ার মাথাভাঙ্গা নদীর ফেরিঘাট নামক স্থান থেকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এ লাশ উদ্ধার হয়। লাশের স্বজনরা নিখোঁজ গোলাম মোস্তফার লাশ বলে সনাক্ত করেন। পরে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করেন পুলিশ।

নিহত যুবক গোলাম মোস্তফা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের মোড়ভাঙ্গা গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে।

এদিকে এ ঘটনার বিষয়ে সন্ধ্যায় ওই যুবকের স্বজনরা রাতে থানায় মামলা দায়ের প্রক্রীয়া শুরু করেছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে,আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাজারে জাহাঙ্গীর আলমের জননী স্টোর নামের একটি মুদি দোকানে গোলাম মোস্তফা দীর্ঘদিন ধরে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতো। গত (১৪ আগস্ট) সোমবার রাত ৯ টার দিকে সে বাই সাইকেলযোগে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাত গভীর হলেও গোলাম মোস্তফা বাড়ি না ফিরলে তার মা দোকান মালিক জাহাঙ্গীর হোসেনকে বিষয়টি জানায়। ওই দিন রাতেই খুঁজাখুঁজি করেন দোকান মালিক ও মোস্তফার পরিবারের লোকজন। একপর্যায়ে ওই যুবকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন হাটবোয়ালিয়া বাজারের চার রাস্তার মোড় থেকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা। পরের দিন বাজারের পাশেই, মাথাভাঙ্গা নদীর পাড় থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় তার বাই সাইকেল উদ্ধার করে এলাকাবাসী। দোকান কর্মচারী গোলাম মোস্তফা নিখোঁজের পর জানা যায় দোকান মালিক জাহাঙ্গীর হোসেনের কাছ থেকে প্রয়োজনে মোস্তফা ধার বাবদ ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা নিয়েছে। জাহাঙ্গীর হোসেন সে সময় জানিয়েছিলেন ধারের টাকা আত্মসাতের জন্য সে আত্নগোপন করেছে। এদিকে নিখোঁজ মোস্তফাকে অনেক খুঁজেও তাকে না পেয়ে একপর্যায়ে থানায় গিয়ে সাধারণ ডায়রি করেন নিখোঁজ মোস্তফার বড় ভাই ইউনুচ আলি।

এরই এক পর্যায়ে গতকাল বহস্পতিবার দুপুরের দিকে বাঁশবাড়িয়া মাথাভাঙ্গা নদীর ফেরিঘাট সংলগ্নস্থানে নৌকার পারাপারের সময় দুর্গন্ধময় বস্তু ভেসে থাকতে দেখেন লোকজন। কাছে গিয়ে মাথা নীচের দিকে অর্ধগলিত এক যুবকের
মরদেহ দেখতে পান তারা। সংবাদ পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নদী থেকে ভাসমান লাশ উদ্ধার করে। পরে নিখোঁজ দোকান কর্মচারী গোলাম মোস্তাফার লাশ বলে তার স্বজনরা সনাক্ত করেন।

আলমডাঙ্গায় ট্রাক-ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২; আহত

- ৬

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মাছ বোঝাই ট্রাক ও যাত্রীবাহী ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ইজিবাইকের চালকসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ৬ জন।

সোমবার সকালে উপজেলার হাটবোয়ালিয়া ফুটবল মাঠের আলমডাঙ্গা-গাংনী আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে সাজিদুর রহমান (৫৫) ও শখা মুন্নার ছেলে খাইরুল ইসলাম (৪০)।

আহতরা হলেন আজিজুল হক (৪১), জানু উদ্দিন (৪৫), দিপু (১৯), আব্দুস সামাদ (৩০), আসাদুল (৫৫), আনারুল ইসলাম (৫০)। আহত ও নিহতরা সকলেই দিনমজুরের কাজ করতেন।

স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকালে গাংনীর বানিয়া পুকুর থেকে যশোর গামী মাছ বোঝাই একটি ট্রাক হাটবোয়ালিয়া ফুটবল এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইকের ২জন যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ঘটনায় আহত ৬ যাত্রীকে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক বিপ্লব কুমার নাথ জানান, নিহতদের মরদেহ হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে । দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ট্রাকটি জব্দ করা গেলেও চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। এছাড়াও আহতের হারদিসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।